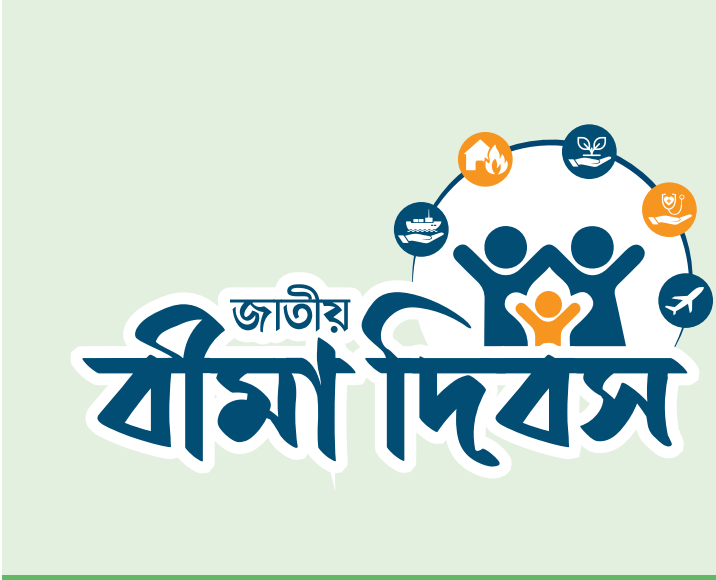
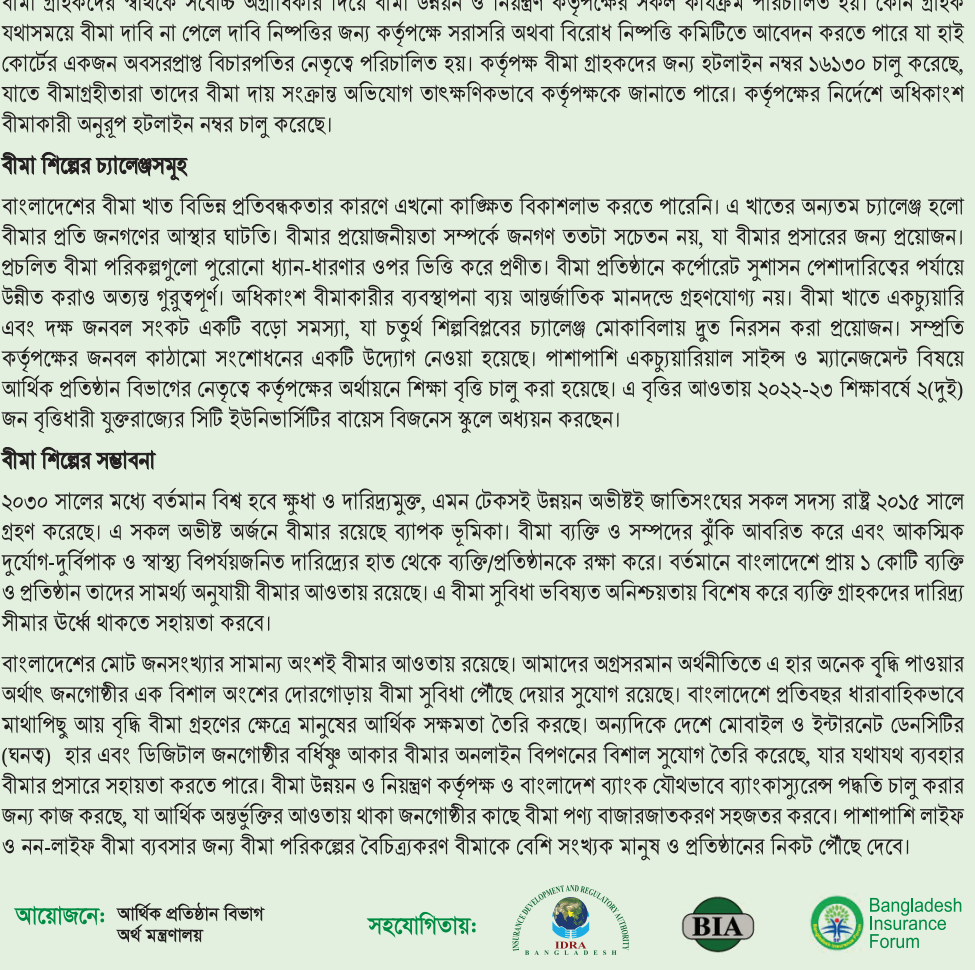
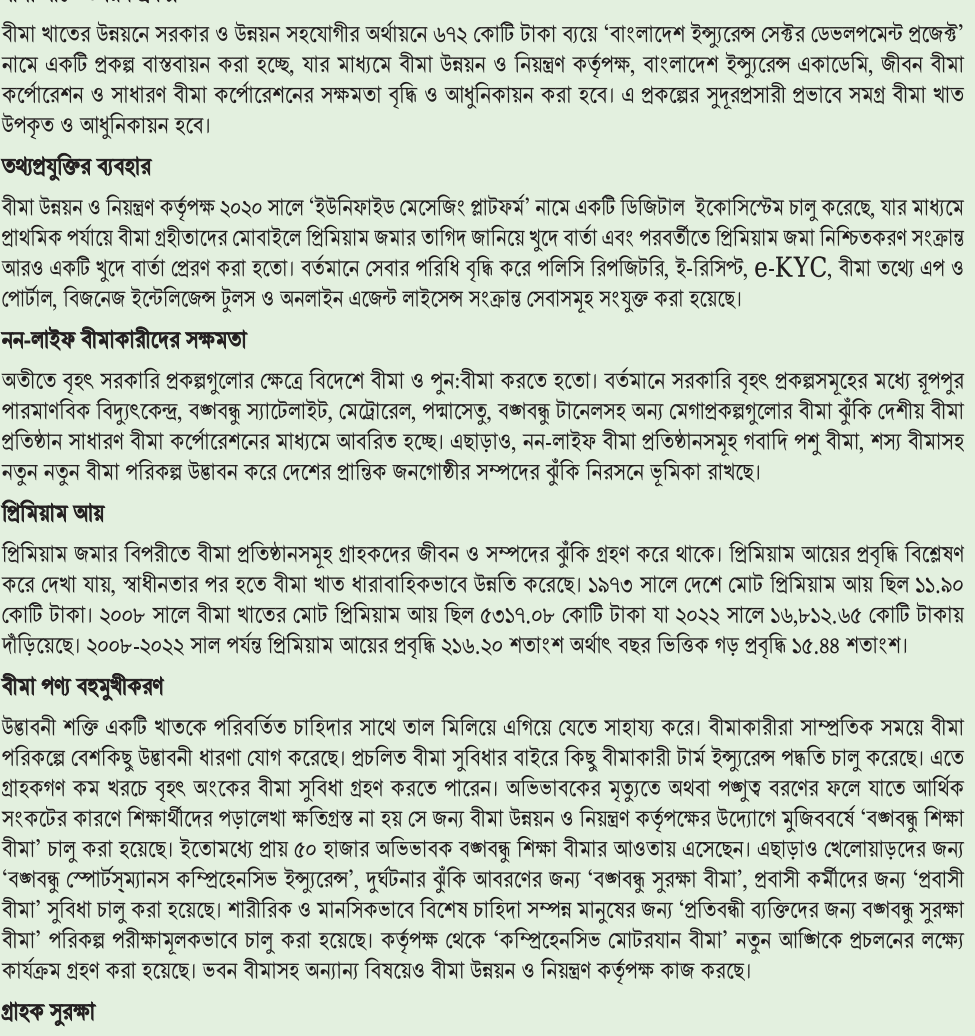
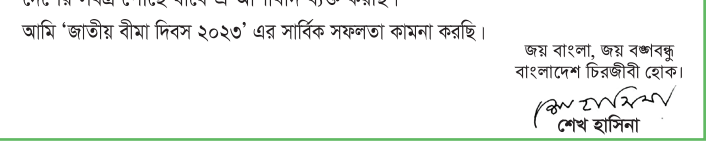
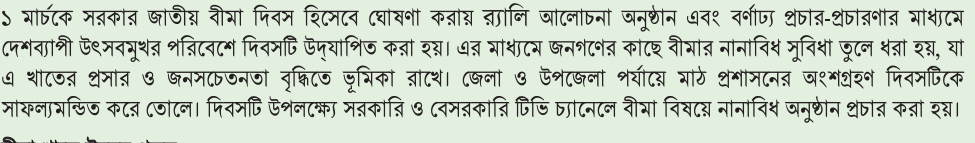
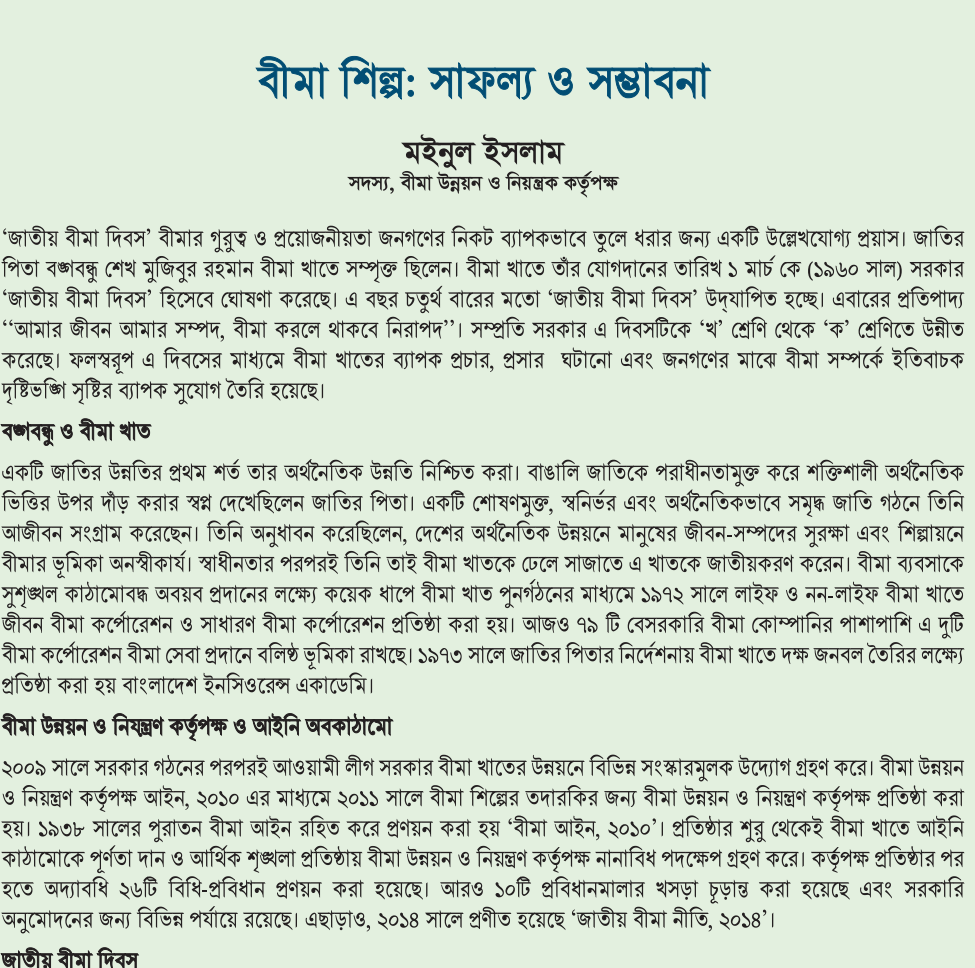
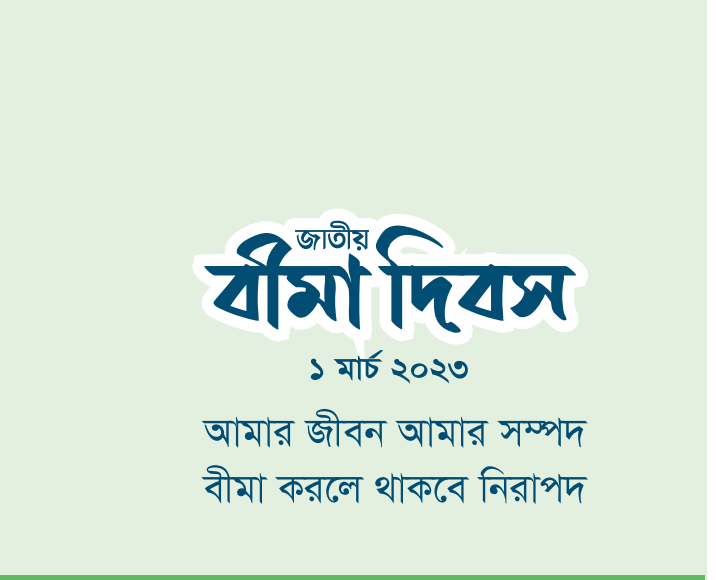
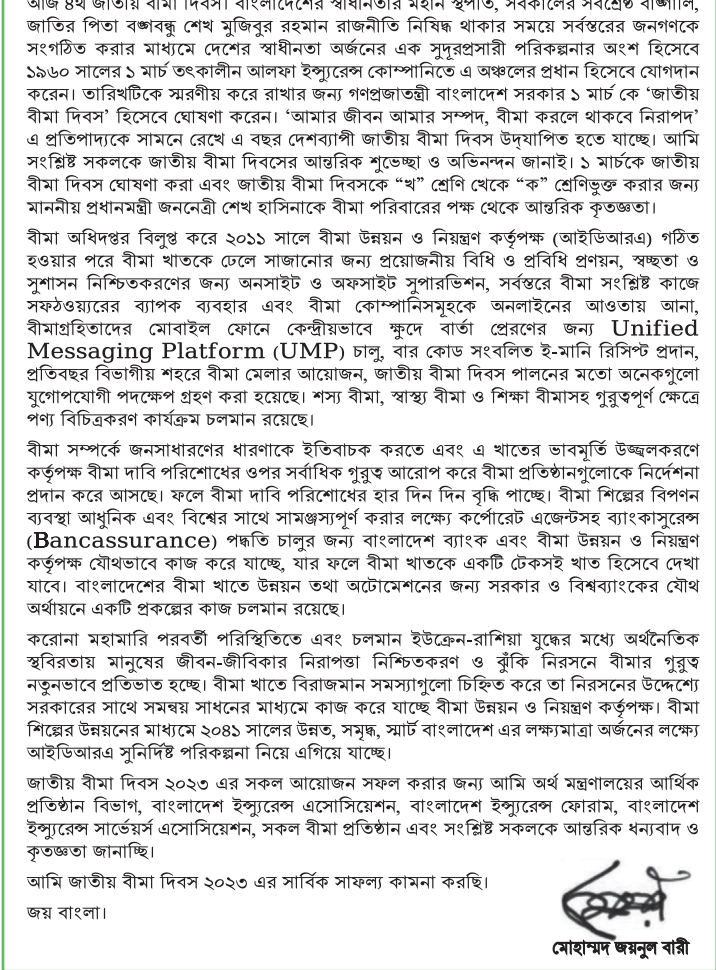
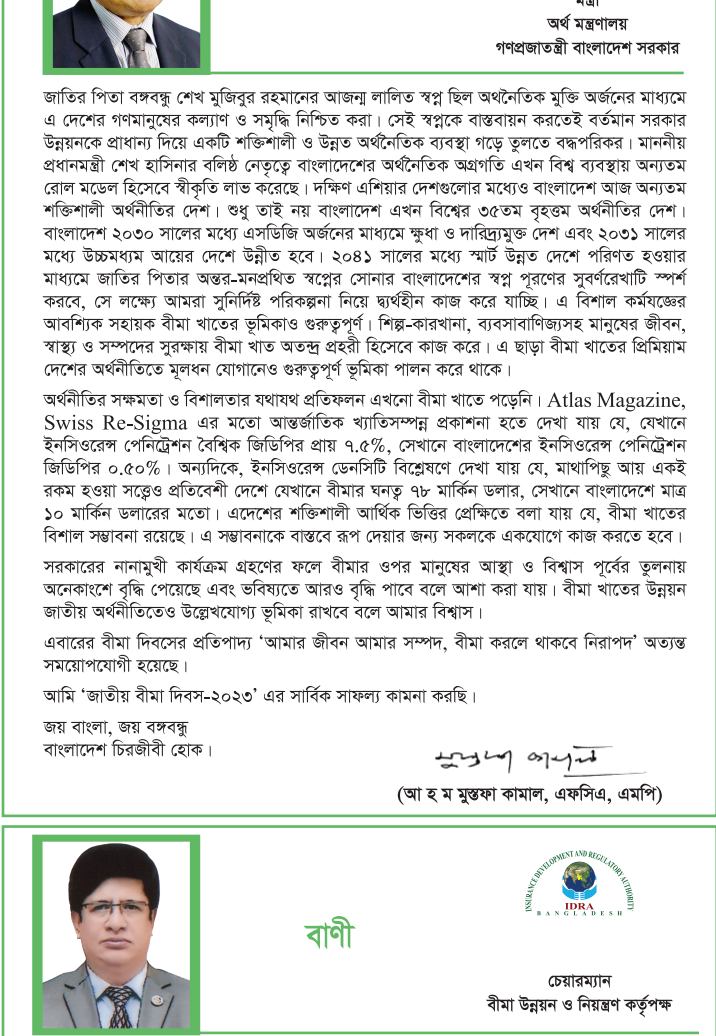




আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতেই বর্তমান সরকার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শক্তিশালী ও উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্ব ব্যবস্থায় অন্যতম রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ আজ অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এসভিজি অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে জাতির পিতার অন্তর-মনান্তিতে স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের সুবর্ণযোগাটি স্পন্দ করবে, সে লক্ষ্যে আমরা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দ্ব্যর্থহীন কাজ করে যাচ্ছি। এ বিশাল কর্মযাজ্ঞের আর্থিক সহায়ক বীমা খাতের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প-কারখানা, ব্যবসাবাণিজ্যসহ মানুষের জীবন, সম্পদের সুরক্ষায় বীমা খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া বীমা খাতের প্রিমিয়াম দেশের অর্থনীতিতে মূলধন যোগানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অর্থনীতির সক্ষমতা ও বিশালতার যথাযথ প্রতিফলন এখনো বীমা খাতে পড়েনি। Atlas Magazine, Swiss Re-Sigma এর মতো আন্তর্জাতিক ব্যাতির্গম্পনা প্রকাশনা হতে দেখা যায় যে, যেখানে ইনসিওরেন্স পেনিট্রেশন বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৭.৫%, সেখানে বাংলাদেশের ইনসিওরেন্স পেনিট্রেশন জিডিপির ০.৫০%। অন্যদিকে, ইনসিওরেন্স ডেনসিটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয় একই রকম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবৈশ্বী দেশে যেখানে বীমার ঘনত্ব ৭৮ মার্কিন ডলার, সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ১০ মার্কিন ডলারের মতো। এদেরের শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তির ক্ষেত্রিকে বলা যায় যে, বীমা খাতের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সরকারের মাননীয় কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বীমার ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বীমা খাতের উন্নয়ন জাতীয় অর্থনীতিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে বলে আমরা বিশ্বাস।

এবারের বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ’ অত্যন্ত সময়েোপযোগী হয়েছে।

আমি ‘জাতীয় বীমা দিবস-২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে চিরজীবী হোক।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)



আজ ৪র্থ জাতীয় বীমা দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার সময়ে সর্বস্তরের জনগণকে সংগঠিত করে আমাদের বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৭.৫%, সেখানে বাংলাদেশের ইনসিওরেন্স পেনিট্রেশন ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। তারিখটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ মার্চ কে ‘জাতীয় বীমা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেন। ‘আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর দেশব্যপী জাতীয় বীমা দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় বীমা দিবসের আত্মরিক পুতেছা ও অভিনন্দন জানাই। ১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করা এবং জাতীয় বীমা দিবসকে “খ” শ্রেণি থেকে “ক” শ্রেণিভুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বীমা পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বীমা অধিদপ্তর বিলুপ্ত করে ২০১১ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) গঠিত হওয়ার পরে বীমা খাতে অনেক চ্যালেঞ্জের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন, স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণসহ জনা অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন, সর্বস্তরের বীমা সংশ্লিষ্ট কাজে সহফল্ডওয়ারের ব্যাপক ব্যবহার এবং বীমা কোম্পানিসমূহকে অনলাইনে আরও তায় আনা, বীমাগ্রহিতাদের মোবাইল ফোনে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষুদ্র বার্তা প্রেরণের জন্য Unified Messaging Platform (UMP) চালু, বার কোড সংবলিত ই-মানি রিসপন্ট প্রদান, প্রতিবছর বিভাগীয় শহরে বীমা মেলায় আয়োজন, জাতীয় বীমা দিবস পালনের মতো অনেকগুলো যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শস্য বীমা, স্বাস্থ্য বীমা ও শিক্ষা বীমাসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পণ্য বিচিত্রকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বীমা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণাকে ইতিবাচক করতে এবং এ খাতের ভাবমূর্তি উজ্জলকরণে কর্তৃপক্ষ বীমা দাবি পরিশোধের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। ফলে বীমা দাবি পরিশোধের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বীমা শিল্পের বিপণন ব্যবস্থা আধুনিক এবং বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কর্পোরেট এক্সেন্সসহ ব্যাংকাসুরেন্স (Bancassurance) পদ্ধতি চালুর জন্য বাংলাদেশে ব্যাংক এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে বীমা খাতকে একটি টেকসই খাত হিসেবে দেখা যাবে। বাংলাদেশের বীমা খাতে উন্নয়ন তথা অটোমেশনের জন্য সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে একটি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

করোনা মহামারি পরবর্তী পরিস্থিতিতে এবং চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যে অর্থনৈতিক স্থবিরতার মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ঝুঁকি নিরসনে বীমার গুরুত্ব নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বীমা খাতে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। বীমা শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আইডিআরএ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩ এর সকল আয়োজন সফল করার জন্য আমি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়িং এসোসিয়েশন, সকল বীমা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী



আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়

বীমা শিল্প: সাফল্য ও সম্ভাবনা

মইনুল ইসলাম

সদস্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ

‘জাতীয় বীমা দিবস’ বীমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে তুলে ধরার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীমা খাতে সম্পৃক্ত ছিলেন। বীমা খাতে তাঁর যোগদানের তারিখ ১ মার্চ কে (১৯৬০ সাল) সরকার ‘জাতীয় বীমা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ বছর চতুর্থ বারের মতো ‘জাতীয় বীমা দিবস’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য “আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ”। সম্প্রতি সরকার এ দিবসটিকে ‘খ’ শ্রেণি থেকে ‘ক’ শ্রেণিতে উন্নীত করেছে। ফলস্বরূপ এ দিবসের মাধ্যমে বীমা খাতের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ঘটানো এবং জনগণের মাঝে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও বীমা খাত

একটি জাতির উন্নতির প্রথম শর্ত তার অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা। বাঙালি জাতিকে পরাধীনতামুক্ত করে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা। একটি শোষণমুক্ত, স্বনির্ভর এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের জীবন-সম্পদের সুরক্ষা এবং শিল্পায়নে বীমার ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার পরপরই তিনি তাই বীমা খাতকে চ্যেলে সাজাতে এ খাতকে জাতীয়করণ করেন। বীমা ব্যবসাকে সুশৃঙ্খল কাঠামোবদ্ধ অবয়ব প্রদানের লক্ষ্যে কয়েক ধাপে বীমা খাত পুনর্গঠনের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আজও ৭৯ টি বেসরকারি বীমা কোম্পানির পাশাপাশি এ দুটি বীমা কর্পোরেশন বীমা সেবা প্রদানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ১৯৭৩ সালে জাতির পিতার নির্দেশনায় বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রতীষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও আইনি অবকাঠামো

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরপরই আওয়ামী লীগ সরকার বীমা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে ২০১১ সালে বীমা শিল্পের তদারকির জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৮ সালের পুরাতন বীমা আইন রহিত করে প্রণয়ন করা হয় ‘বীমা আইন, ২০১০’। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বীমা খাতে আইনি কাঠামোকে পূর্ণতা দান ও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর হতে অদাবিধি ১৬টি বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। আরও ১০টি প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং সরকারি অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও, ২০১৪ সালে প্রণীত হয়েছে ‘জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪’।

জাতীয় বীমা দিবস

১ মার্চকে সরকার জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় র‍্যালি আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বর্ণাঢ্য প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে দিবসটি উদ্‌যাপিত করা হয়। এর মাধ্যমে জনগণের কাছে বীমার নানাবিধ সুবিধা তুলে ধরা হয়, যা এ খাতের প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাঠ প্রশাসনের অংশগ্রহণ দিবসটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলে। দিবসটি উপলক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বীমা বিষয়ে নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

বীমা খাতে উন্নয়ন প্রকল্প

বীমা খাতের উন্নয়নে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে ৬৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট’ নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে সমগ্র বীমা খাত উপকৃত ও আধুনিকায়ন হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ২০২০ সালে ‘ইউনিফাইড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম’ নামে একটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেম চালু করেছে, যার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে বীমা গ্রহীতাদের মোবাইলে প্রিমিয়াম জমার তাপিদ জানিয়ে খুদে বার্তা এবং পরবর্তীতে প্রিমিয়াম জমা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আরও একটি খুদে বার্তা প্রেরণ করা হতো। বর্তমানে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে পলিসি রিপজিটরি, ই-রিসপন্ট, e-KYC, বীমা তথ্যে এপ ও পোর্টাল, বিজনেজ ইন্টেলিজেন্স টুলস ও অনলাইন এজেন্ট লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবাসমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে।

নন-লাইফ বীমাকারীদের সক্ষমতা

অতীতে বৃহৎ সরকারি প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে বিদেশে বীমা ও পুন:বীমা করতে হতো। বর্তমানে সরকারি বৃহৎ প্রকল্পসমূহের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেল, পদ্মাসেতু, বঙ্গবন্ধু টানেলসহ অন্য মেগাপ্রকল্পগুলোর বীমা ঝুঁকি দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে আবারিত হচ্ছে। এছাড়াও, নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গবাদি পশু বীমা, শস্য বীমাসহ নতুন নতুন বীমা পরিকল্প উদ্ভাবন করে দেশের প্রাতিক জনগোষ্ঠীর সম্পদের ঝুঁকি নিরসনে ভূমিকা রাখছে।

প্রিমিয়াম আয়

প্রিমিয়াম জমার বিপরীতে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। প্রিমিয়াম আয়ের প্রকৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর হতে বীমা খাত ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছে। ১৯৭৩ সালে দেশে মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১১.৯০ কোটি টাকা। ২০০৮ সালে বীমা খাতের মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৫৩১৭.০৮ কোটি টাকা যা ২০২২ সালে ১৬.৮১২.৬৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০৮-২০২২ সাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধি ২১৬.২০ শতাংশ অর্থাৎ বছর ভিত্তিক গড় প্রবৃদ্ধি ১৫.৪৪ শতাংশ।

বীমা পণ্য বহুমুখীকরণ

উদ্ভাবনী শক্তি একটি খাতকে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। বীমাকারীরা সাম্প্রতিক সময়ে বীমা পরিকল্পে বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবনী ধারণা যোগ করেছে। প্রচলিত বীমা সুবিধার বাইরে কিছু বীমাকারী টার্ম ইন্স্যুরেন্স পদ্ধতি চালু করেছে। এতে গ্রাহকগণ কম খরচে বৃহৎ অংকের বীমা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। অভিভাবকের মৃত্যুতে অথবা পঞ্জাৎ বরষের ফলে যাতে আর্থিক সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মুজিববর্ষে ‘বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা’ চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৫০ হাজার অভিভাবক বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমার আওতায় এসেছেন। এছাড়াও খেলোয়াড়দের জন্য ‘বঙ্গবন্ধু স্পোর্টসম্যানস কন্সিট্রহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স’, দুর্ঘটনার ঝুঁকি আবরণের জন্য ‘বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা’, প্রবাসী কর্মীদের জন্য ‘প্রবাসী বীমা’ সুবিধা চালু করা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা’ পরিকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ থেকে ‘কন্সিট্রহেনসিভ মেটরনায়ন বীমা’ নতুন আঙ্গিকে প্রচলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভবন বীমাসহ অন্যান্য বিষয়েও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

গ্রাহক সুরক্ষা

বীমা গ্রাহকদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কোন গ্রাহক যখনসময়ে বীমা দাবি না পেলে দাবি নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষে সরাসরি অথবা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটিতে আবেদন করতে পারে যা হাই কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। কর্তৃপক্ষ বীমা গ্রাহকদের জন্য হটলাইন নম্বর ১৬১৩০০ চালু করেছে, যাতে বীমাগ্রহীতারা তাদের বীমা দায় সংক্রান্ত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অধিকাংশ বীমাকারী অনুপূর্ণ হটলাইন নম্বর চালু করেছে।

বীমা শিল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের বীমা খাত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এখনো কাক্ষিক্ত বিকাশলাভ করতে পারেনি। এ খাতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো বীমার প্রতি জনগণের আস্থার ঘাটতি। বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণ ততটা সচেতন নয়, যা বীমার প্রসারের জন্য প্রয়োজন। প্রচলিত বীমা পরিকল্পগুলো পুরোনো ধান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট সুশাসন পেশাদারিছের পর্যায়ে উন্নীত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা ব্যয় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। বীমা খাতে একত্বাচারী এবং দক্ষ জনবল সংকট একটি বড়ো সমস্যা, যা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্রুত নিরসন করা প্রয়োজন। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো সংশোধনের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একচ্যুরিয়ারিয়াল সাইন্স ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হয়েছে। এ বৃত্তির আওতায় ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ২(দুই) জন বৃত্তিধারী যুক্তরাষ্ট্রের সিটি ইউনিভার্সিটির বার্নেস বিজনেস স্কুলে অধ্যয়ন করছেন।

বীমা শিল্পের সম্ভাবনা

২০৩০ সালের মধ্যে বর্তমান বিব্ধ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, এমন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টই জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র ২০১৫ সালে গ্রহণ করেছে। এ সকল অভীষ্ট অর্জনে বীমার রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। বীমা ব্যক্তি ও সম্পদের ঝুঁকি আবারিত করে এবং আকস্মিক দুর্ঘ্যোগ-দুর্বিপাক ও স্বাস্থ্য বিপর্যয়জনিত দারিদ্র্যের হাত থেকে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বীমার আওতায় রয়েছে। এ বীমা সুবিধা ভবিষ্যত অনিশ্চয়তায় বিশেষ করে ব্যক্তি গ্রাহকদের দারিদ্র্য সীমার উর্ধ্বে থাকতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার সামান্য অংশই বীমার আওতায় রয়েছে। আমাদের অগ্রসরমান অর্থনীতিতে এ হার অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশের দোরগোড়ায় বীমা সুবিধা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বীমা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের আর্থিক সক্ষমতা তৈরি করেছে। অন্যদিকে দেশে মোবাইল ও ইন্টারনেট ডেনসিটির (মোবাই) হার এবং ডিজিটাল জনগোষ্ঠীর বর্ধিষ্ণু আকার বীমার অনলাইন বিপণনের বিশাল সুযোগ তৈরি করেছে, যার যথাযথ ব্যবহার বীমার প্রসারে সহায়তা করতে পারে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে ব্যাংকাস্যুরেন্স পদ্ধতি চালু করার জন্য কাজ করছে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় থাকা জনগোষ্ঠীর কাছে বীমা পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর করবে। পাশাপাশি লাইফ ও নন-লাইফ বীমা ব্যবসার জন্য বীমা পরিকল্পের বৈচিত্র্যকরণ বীমাকে বেশি সংখ্যক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট পৌঁছে দেবে।



আয়োজনে: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়:



বানী



১ মার্চ ‘জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের জাতীয় বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য- ‘আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ’ সবাইকে উজ্জীবিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নিব্বের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে জেল-জুন্নুম, অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে দেশের মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার বদ্ধপরিকর। উন্নয়নের এ পথ পরিক্রমায় রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করে বীমা। সে লক্ষ্যে বীমা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সরকার ‘বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন একক্সসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। আশা করা যায়, এতে বীমা খাতে আধুনিকায়ন সম্ভব হবে এবং এখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান নিশ্চিত হবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ দুর্গম্যান। দেশে মেট্রোরেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যু প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু ট্যানেলসহ অনেক মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। একইসঙ্গে পান্না দিয়ে বাড়ছে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সরকারের সকল মেগাপ্রকল্পসহ দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সম্পদ এবং জীবনের অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নয়ত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বীমা খাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’, যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নতগতিভাবেও বিশ্ব পরিমন্ডলে নিজের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে উন্নত দেশের ন্যায় আমাদের দেশের জিডিপিতে বীমার অবদান বৃদ্ধি করতে সকল অংশীজ্ঞাকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে একটি টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে বীমা শিল্প বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। একইসাথে বীমা কোম্পানিসমূহকে গ্রাহকের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সেবার মান উন্নয়নসহ বীমাদাবি দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। বীমা দিবস পালনের মাধ্যমে বীমার গুণবর্তা দেশের সর্বত্র পৌঁছে যাবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি ‘জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

